পারফেক্ট প্যারেন্টিং

আদর্শ সন্তান গড়ার গাইডলাইন

মাওলানা জহিরুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ভৈরব (কমলপুর)

সংকলন
সাইফুর রহমান
জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম

নিরীক্ষণ
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

দুআ ও অভিমত

কালের সংস্কারক, নমুনায়ে আসলাফ মাওলানা জহিরুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহু-এর দুআ ও অভিমত

আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা সাইফুর রহমান। সে সন্তান লালন-পালন বিষয়ক আমার গুরুত্বপূর্ণ বয়ানগুলো একত্রিত করে লিখে গ্রন্থাকারে রূপ দিয়েছে। আশা করছি এই গ্রন্থটি দ্বারা বেশুমার ফায়দা হবে।

প্রতিটি মা-বাবা যদি তাদের সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিকে গাইডলাইন হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে আমার বিশ্বাস পরবর্তী প্রজন্ম একটি আদর্শ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে ওঠবে। পিতা-মাতা আদর্শ সন্তান এবং দেশ ও জাতি একদল আদর্শ নাগরিক উপহার পাবে। গ্রন্থটি ব্যাপক সমাদৃত হওয়ার আশা করছি।

আমি সংকলক, প্রকাশক এবং এই কাজে যারা সহযোগিতা করছে তাদের জন্য দুআ করি, আল্লাহ যেন তাদের উত্তম বিনিময় দান করেন। উক্ত গ্রন্থটি তাদের, আমার ও আমাদের সন্তানদের এবং পাঠক-পাঠিকাসহ সকলের হেদায়াত ও নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

মাওলানা জহিরুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম ভৈরব (কমলপুর)

মাওলানা জহিরুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহু-এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

মাওলানা জহিরুল ইসলাম। বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানার অন্তর্গত সানারবাগ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১০ ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি স্কুলের পড়াশোনা চুকিয়ে এসেছেন মাদরাসায়। তারপর মাদরাসায় পড়েছেন দীর্ঘকাল। তাকমিল শেষ করেছেন ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসায়, এবং সবশেষে সুনামের সাথে তাখাসসুস ফিল আদব সমাপ্ত করেছেন জামিয়া আবু বকর ঢাকাতে। বর্তমানে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম ভৈরব (কমলপুর)-এ মুহাদ্দিস হিসেবে খিদমতে রত আছেন।

হযরত ছাত্রজীবনেই একজন আল্লাহ ওয়ালার সোহবত পেয়ে যান। হযরতের শাইখ হলেন শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা আরেফবিল্লাহ শাহ আবদুল মতীন বিন হুসাইন দা.বা.। তিনি এই মহান বুজুর্গের নিকট দীর্ঘ সাধনা করে দু'জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহর মারেফত লাভ করেন। এবং একপর্যায়ে তাঁর নিকট থেকে খেলাফত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপ ডিঙিয়ে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছেন, তাকওয়া এবং সাধনার বরকতে সব অসাধ্য বাধ্য হয়ে পোষ্য জন্তুর মতো পোষ মানে।

হযরত চলমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি বিজ্ঞ ডাক্তারের মতো মানুষ ও সমাজের ব্যাধি খুব সহজেই ধরতে পারেন এবং এর সঠিক চিকিৎসাও দিয়ে থাকেন। তিনি একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞ আলেম।

বর্তমান যুগে আমাদের হযরত পূর্ববর্তী আসলাফদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি একজন নমুনায়ে আসলাফ। তাঁর আমল-আখলাক, ইখলাস-লিল্লাহিয়াত, চিন্তা-চেতনা, লেনদেন, দুনিয়াবিমুখতা, আত্মমর্যাদা রক্ষা, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদের প্রতি গুরুত্ব, মানুষের প্রতি দরদ, ইলম ও আমলের খেদমত, ছাত্র তৈরির ফিকির সবকিছুতে তিনি যেনো আমাদের আসলাফদের প্রতিচ্ছবি।

তালেবে ইলমদের নিয়ে হযরতের অনেক আশা, অনেক ফিকির। একেকজন তালিবে যেনো আশরাফ আলী থানভী, হাফেজ্জী হুজুর, শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-দের মতো হয় সর্বদা এই চেষ্টা ও ফিকিরে মগ্ন থাকেন।

ছাত্রদের গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষদের দ্বীন শেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবনকেই ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

তিনি রাসুলের আখলাক আঁকড়ে ধরে মানুষদের দ্বীন শিখাচ্ছেন। তাঁর আমল-আখলাক, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার সবাইকে আকৃষ্ট করে। এজন্যই মানুষ তাঁর স্বচ্ছ পানপাত্র থেকে খোদাপ্রেমের অমীয় সুধা আহরণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে।

তিনি একেবারেই দুনিয়াবিমুখ। তিনি নিজের জান-মাল, সময় ব্যয় করে শুধু আল্লাহর নিকট বিনিময় পাওয়ার আশায় মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন।

হযরত নিজের আত্মমর্যাদা খুব সতর্কতার সাথে ধরে রাখেন। নিজের আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হবে এমন কোনো কাজে তিনি পা বাড়ান না। তিনি কোনো দুনিয়াদারদের সামনে, দুনিয়ার টাকা-পয়সার সামনে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলিয়ে দেন না।

আল্লাহ তায়ালা হযরতকে আমাদের জন্য আলো রূপে দান করেছেন। তিনি হৃদয়ের ব্যথা, মুখের কথা, চিন্তার ফসল দিয়ে, পুণ্যাত্মার সান্নিধ্য দিয়ে আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গন্তব্য ও জীবনের মূল্যবোধ বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মানবীয় গুণাবলির আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর হাতের পরশে হাজার-হাজার পথভোলা মানুষ পাচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান।

আল্লাহ হযরতের হায়াতে বরকত দান করুন। তাঁর খেদমতগুলো কবুল করুন। তাঁর উসিলায় মানুষের হেদায়াতের পথ আরও সুগম করে দিন।

-সাইফুর রহমান

সংকলকের কৈফিয়ত

সন্তান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অমূল্য নিয়ামত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। এই নিয়ামত প্রাপ্তির সৌভাগ্য সবার হয় না। অনেকে এই নিয়ামত পেয়ে সৌভাগ্যবান পিতা-মাতা হয়; কিন্তু তারা খোদাপ্রদত্ত এই নিয়ামতের মূল্য-মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে না। আল্লাহর এই আমানত রক্ষা করতে পারে না।

সন্তানকে যেভাবে ইচ্ছা লালন-পালন করতে থাকে। যার ফলে এই নিয়ামত এক সময় তাদের ওপর কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের অশান্তির কারণ হয়ে যায়। পিতা-মাতা এতো কষ্ট করে সন্তানকে ছোট থেকে বড় করে তুলে, কিন্তু সন্তান কীভাবে? কোন কারণে খারাপ হয়ে যায়? শুধু এইটুকু না জানার কারণে পিতা-মাতার সবটুকু কষ্টই বৃথা যায়।

হাদিস শরিফে এসেছে, 'প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে।' অর্থাৎ সে কাঁচা মাটির মতো থাকে। তাকে যেভাবে তৈরি করবেন, যেভাবে গড়ে তুলবেন সে সেভাবেই তৈরি হবে, সেভাবেই গড়ে ওঠবে। সন্তান ভালো হয় পিতা-মাতার একটু চেষ্টা ও সতর্কতার মাধ্যমে এবং সন্তান খারাপ হয়ে যায় পিতা-মাতার অবহেলা ও অসতর্কতার কারণে। আমি বলবো, সন্তান খারাপ হওয়ার পিছনে একমাত্র দায়ী পিতা-মাতা। পিতা-মাতার অসতর্কতার কারণেই সন্তান খারাপ পথে চলে যায়।

প্রতিটি পিতা-মাতার কর্তব্য সন্তান লালন-পালনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানা এবং সেই অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তোলা।

আপনি কি এমন সন্তান চান না, যে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? নাকি এমন সন্তান চান, যে আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মুকাদ্দামা দায়ের করে আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে?

সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। সময় থাকতে আপনার সন্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন। যদি চান আপনার আখেরাত সুন্দর ও সুখময় হোক তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। এই বইটি আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং আপনার সন্তানকে এই বইয়ের আদলে একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সন্তান কীভাবে খারাপ হয়ে যায়? কেনো পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে যায়? সন্তান খারাপ হয়ে গেলে কী ক্ষতি? কীভাবে সন্তান সৎ হবে? কীভাবে তাকে আদর্শ

চতুর্থ অধ্যায়..... ৪৩
গর্ভকালীন সময়ে করণীয় ও বর্জনীয় এবং সন্তান লাভের দুআ ও আমল.... ৪৩
গর্ভ হেফাজতের আমল ৪৪
সন্তান যখন গর্ভে ৪৫
মায়ের কর্মের প্রভাব সন্তানের উপর..... ৪৫
একচিমটি পনিরের প্রভাব..... ৪৫
গর্ভাশয় অবস্থায় গর্ভবতী নারীর সর্তকতা ৪৬
ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা ৪৭
সন্তান ভালো চরিত্র হবার জন্য করণীয় ৪৮
নেক সন্তান লাভের আমল..... ৪৮
পুত্র সন্তান লাভের আমলসমূহ.....৪৯
সুন্দর সন্তান জন্ম নেয়ার পদ্ধতি ৫১
সুন্দর-সুশ্রী বাচ্চা জন্ম নেয়ার খাদ্য ৫১
সিজার চরম অভিশাপ ৫২
সহজে প্রসব হওয়ার আমলসমূহ ৫২

পঞ্চম অধ্যায় ৫৪
পিতা-মাতার ওপর নবজাতকের ৫ টি হক..... ৫৪
সন্তানের হক আদায় না করার পরিণতি ৫৫
শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা ৫৬
শিশুকে দুধ পান করানোর আদব..... ৫৮
শিশুকে দুধ ছাড়াবার কৌশল ৫৯
বদনজর থেকে শিশুকে মুক্তকরণ..... ৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়.....৬১
পিতা-মাতা যেমন হবে সন্তান তেমনই হবে.....৬১
সন্তান সৎ বানানোর জন্য দুআ করা.....৬২
মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা ৬৪
শাইখুল হাদিসকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছিলো..... ৬৪
সন্তান থেকে হিসাব নেয়া ৬৫
সন্তানকে দ্বীনের বুঝ শিক্ষা দেয়া ৬৫
সন্তানকে নামাজি হিসেবে গড়ে তোলা ৬৫
সন্তানের শিক্ষা বিষয়ক কথা ৬৬
সন্তানকে ইলমে দ্বীন শেখানোর উপকারিতা ৬৭

শিক্ষার উদ্দেশ্য..... ৬৮
শিক্ষার পাশাপাশি দীক্ষাও দিতে হয়..... ৬৯
শিক্ষার ফলাফল দেখতে হবে চলাফেরা থেকে..... ৬৯
পরিবেশের প্রভাব..... ৭০
শিশুকালে নবিজিকে তায়েফে রাখার কারণ..... ৭০
শৈশবই সন্তানের চরিত্র গঠনের মূল সময়..... ৭১
সন্তানের আকিদা গড়ার একটি ঘটনা..... ৭২
শৈশব থেকেই লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে..... ৭৩
সন্তানকে সৎ বানানোর তিনটি কার্যকর তরীকা..... ৭৪
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা..... ৭৫
সন্তানকে দ্রুত বিয়ে দেওয়া..... ৭৬
বিবাহের পূর্বে সন্তানকে স্বামী-স্ত্রীর হক জানানো..... ৭৬
সন্তানকে সৎ বানানোর আমল..... ৭৭
সন্তানকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানানোর রূপরেখা..... ৭৭
সন্তানকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানানোর চল্লিশটি মূলনীতি..... ৮০
যে সকল বিষয় সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক..... ৯২
শিশুর মানসিক পরিচর্যা..... ৯২
সন্তানের কর্ণ হোক গানের আওয়াজ মুক্ত..... ৯৪
শিশু সন্তানের চোখ ও কানের কার্যক্ষমতা..... ৯৫
ঘর টেলিভিশন ও গান মুক্ত রাখুন..... ৯৫
কার্টুন ছবি পাশ্চাত্যদের সূক্ষ্ম ফাঁদ..... ৯৬
গেমস এক প্রকার নেশা..... ৯৭
সন্তানের হাতে মোবাইল দিবেন না..... ৯৮
ফেসবুক ও ইন্টারনেটের ক্ষতি..... ৯৮
সন্তান মানুষ না হবার কারণ..... ৯৯
আমরাই সন্তানদেরকে কাপুরুষ বানিয়ে দিচ্ছি..... ১০০
মোবাইল : ক্ষতি ও ব্যর্থতা..... ১০০
মোবাইল পারিবারিক সম্প্রীতি কেড়ে নিয়েছে..... ১০১
সন্তানদের সামনে সিগারেট খাওয়া উচিত নয়..... ১০১
সন্তানদের সামনে খালি গা হওয়া ঠিক নয়..... ১০২
প্রাপ্ত বয়স্ক দুই সন্তানকে একসাথে ঘুমাতে না দেওয়া..... ১০২
ছেলে-মেয়ে যেন একসাথে খেলাধুলা না করে..... ১০৩
খারাপ ছেলের সংস্রব থেকে দূরে রাখুন..... ১০৩

সহশিক্ষা চরিত্র নষ্টের হেতু.....১০৪
সম্পর্কের ক্ষতি.....১০৫
নেশা করার হেতু.....১০৫
হারাম মাল খাওয়ার পরিণতি.....১০৫
অতি আদর ও অতিরিক্ত শাসনের ক্ষতিসমূহ..... ১০৬
অতিরিক্ত শাসন ও প্রহারের ক্ষতিসমূহ ১০৭
শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল.....১০৭
অধিক বিলাসিতা সন্তানের মন-মানসিকতা খারাপ করে দেয়..... ১০৮
সন্তানদের নিয়ে আমাদের ভাবনা.....১০৯

সপ্তম অধ্যায় ১১৩
সফল মা এবং ব্যর্থ মা ১১৩
আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহু-এর মা ১১৩
খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রাহিমাহুল্লাহু-এর মা ১১৩
প্রকৃত মা.....১১৪
গ্রামের মা এবং শহরের মা.....১১৪
স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মা.....১১৫
বহুরূপী আচরণ ১১৬
তৎক্ষণাৎ সংশোধন..... ১১৬
চাকুরিজীবী মায়ের সন্তান.....১১৭
সন্তান বেশি প্রিয় নাকি স্বর্ণ?..... ১১৮
সন্তানকে অভিশাপ দিবেন না ১১৯

অষ্টম অধ্যায় ১২০
মেয়ে সন্তান লালন-পালনের পদ্ধতি ১২০
মেয়ে সন্তান লালন-পালনের ফায়দা..... ১২০
মেয়েকে দ্বীন শেখানোর ফায়দা.....১২১
আপনার মেয়েকে একজন আদর্শ মা বানান.....১২১
মেয়েদের লজ্জা দূর করে দিবেন না.....১২১
পর্দাবৃত করে স্কুলে পাঠান ১২২
যুবকের কাছে প্রাইভেট পড়াবেন না..... ১২৩
খারাপ মেয়েদের থেকে দূরে রাখতে হবে..... ১২৩
মেয়েদের এভাবে হেফাজত করতে হয় ১২৪
যে পিতা-মাতা সবচেয়ে বড় জালেম ১২৪
আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথেই শান্তি ১২৫

> ‘জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।’[২]

আল্লাহ মানুষকে বিপদ-আপদ এবং নিয়ামত উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। অধিকাংশ মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ বিভিন্ন নিয়ামত দিয়েও বান্দাকে পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষা শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ পৃথক করাতে সীমাবদ্ধ নয়, কিভাবে পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে বড় করেন, সেখানেও পরীক্ষা রয়েছে। তাদেরকে ভালোবাসা দেয়া, ইসলামের সকল বিষয় শিক্ষা দেয়া, জান্নাতের পথে তুলে দেয়া এগুলোও পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

সন্তান অনেক বড় নিয়ামত। আমাদের অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে সন্তানরা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের অবাধ্য হয়। পরবর্তীতে আমরা সন্তানকে দোষারোপ করে থাকি। অথচ আসল দোষ আমাদেরই। আমরাই তো তার সঠিক লালন-পালনে উদাসীন প্রদর্শন করেছিলাম। দোষ তো আমাদেরই।

সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতাকে খুব সচেতন হতে হবে। সন্তান লালন-পালনের সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে। সে অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে।

দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা

সন্তানকে মানুষ করা পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও। সন্তান অসৎ হলে এর জবাব মা-বাবাকেই দিতে হবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.
>
> ‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমির দায়িত্বশীল। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। অতএব,

[২] সুরা আনফাল : ২৮।

পিতা গ্রামের মানুষ। ইংরেজি জানে না। তিনি এই শব্দটি মুখস্থ করে এক শিক্ষিত লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! 'সার্ভেন্ট' অর্থ কি? এই লোকটি বললো, এর অর্থ কর্মচারী। এই কথা শোনার সাথে সাথে পিতার দু'চোখে পানি এসে গেলো। তিনি বুক ভরা কষ্ট নিয়ে বললেন, যেই সন্তানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি, আজ সেই সন্তান আমাকে কর্মচারী বলেছে!

সন্তানকে তিনি এতো কষ্ট করে লালন-পালন করেছেন, পড়ালেখা শিখিয়েছেন আর সেই সন্তান তাকে এতো বড় আঘাত দিয়েছে! এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। সন্তানকে শুধু লেখাপড়া করালেই মানুষ হবে না। মানুষ বানানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে ইসলাম অনুযায়ী সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাহলে এই সন্তান কোনোদিন আপনার কষ্টের কারণ হবে না। কোনো দিন আপনাকে কষ্ট দিবে না।

সন্তান অসৎ হলে কষ্টের শেষ নেই। যে কাজ করলে সন্তান অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সে দিকে হাঁটতে দেয়া যাবে না। সে কাজও করা যাবে না।

সন্তান যখন ডাক্তার হলো

গ্রাম্য এক লোক জায়গা-জমি বিক্রি করে ছেলেকে ডাক্তার বানিয়েছে। ছেলেকে ডাক্তার বানাতে গিয়ে সে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণও করেছে। মোটা অংকের ঋণীও তিনি হয়েছেন। এই ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ঋণদাতারা তার ঘর-বাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়।

এই দিকে ছেলে ডাক্তার হয়ে আরেক ডাক্তার মেয়েকে বিবাহ করে অনেক সুখ-শান্তিতেই দিন-রাত পার করছে। এদিকে থেকে পিতা-মাতার কোনো খোঁজ-খবর নেয়ার সময়ও তার কপালে জুটছে না। একসময় পিতা বাধ্য হয়ে ফকিরের মতো ছেলের কাছে গিয়ে বললো, বাবা! তুমি তো সবই জানো, তোমাকে পড়ালেখা করাতে গিয়ে আমি আমার সকল সম্পদ শেষ করে ঋণী হয়ে গেছি। এখন এই ঋণগুলো পরিশোধ না করলে তারা আমার ঘর-বাড়ি ভেঙে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালার জন্য তুমি আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দাও। ছেলে জবাব দিলো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে মাসে মাসে যে টাকা দেই এটা দেওয়াও বন্ধ করে দিবো।

আহ! পিতা যেই সন্তানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, আজ সেই সন্তান পিতার সাথে এমন ব্যবহার করছে!